ইত্তেফাক

তারিখ ... 15. 6. 85...
পৃষ্ঠা ... ... 2 কলাম 1 ... ...

024

ছাত্র ব্রিগেড

গ্রামোন্নয়নে ছাত্রদের অংশগ্রহণের একটি উদ্যোগ গৃহীত হইয়াছে এবং ছাত্রদের এই দলের নাম দেওয়া হইয়াছে ছাত্র ব্রিগেড। প্রথম দফায় এক হাজার ছাত্র প্রতি গ্রুপে দশজন করিয়া অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং তাহারা ঢাকার নিকটবর্তী একশতটি উপজেলায় গণসাক্ষরতা, পরিবার পরিকল্পনায় জনমত সংগঠনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করিবে। অবশ্য প্রথমবারে এই ব্রিগেড মাত্র ১০ দিন কাজ করিবে। উল্লেখ্য, ছাত্র ব্রিগেড গঠনের এই উদ্যোগটি গ্রহণ করিয়াছে জাতীয় ছাত্র পরিষদ এবং প্রথম পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী আবেদন করিয়াছে বলিয়া সংবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে।

গ্রামে গিয়া ছাত্রছাত্রীদের দুঃস্থ-দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ানো বা তাহাদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা কোন নতুন ঘটনা নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। উন্নত অনুন্নত প্রায় সকল দেশেই এ পদক্ষেপ গৃহীত হয়। আফ্রিকার একটি দেশে সকল ছাত্রছাত্রীকে এ ধরনের কাজে উৎসাহিত করার জন্য একবার কয়েকমাস দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হইয়াছিল। তবে এ ধরনের কর্মসূচীতে কি পরিমাণ ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা জানা না গেলেও এর প্রভাব গ্রামবাসী ও ছাত্রদের মধ্যে যে কম হইবে না, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে—তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। কারণ, এই সমস্ত দেশ কেবল সম্পদ ও শিক্ষায়ই দরিদ্র নয়, বেশী দরিদ্র মূল্যবোধে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা পড়াশুনা করে তাহাদের মধ্যে এমন এক মানসিকতার জন্ম হয় যে, তাহাদের শতকরা ৯৫ জন গ্রাম হইতে আসা সত্ত্বেও তাহাদের মনে হয়, তাহারা আর যেন গ্রামের লোক নয়। চেয়ার-টেবিল-টেলিফোন সমৃদ্ধ অফিসে চাকরি করিয়া তাহারা শহরবাসী হইবে এবং শহরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিবে। বলিতে দ্বিধা নাই, এই মানসিকতার দরুন তাহাদের অধিকাংশ নিজ পরিবার ও সমাজ হইতেও মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তাই ছাত্র ব্রিগেডের উপজেলা বা গ্রামে দশ দিনের অবস্থানে গ্রামের কিছু উন্নতি হইবে কি হইবে না তাহা অন্য কথা। তবে যে ছাত্ররা গ্রামে গমন করিবে তাহাদের অন্ততঃ মানসিকতার কিছু পরিবর্তন ঘটিবে এবং তাহারা জানিতে পারিবে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক এবং তাহাদের নিজেদের প্রকৃত অবস্থান কোথায়। অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে ছাত্রদের প্রতি সাধারণ নাগরিকদের মনে ইতিমধ্যে যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে, ছাত্রদের সহৃদয় সহানুভূতি প্রত্যক্ষ করিলে তাহাদের সে মনোভাবেরও কিছু পরিবর্তন ঘটিবে। এমনকি ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পূর্ব স্নেহ ও সম্মান ফিরিয়া আসিতে পারে।

পত্রিকায় প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত সংবাদে প্রতীয়মান হয় যে, এই ছাত্র ব্রিগেড গঠনে সরকারী অর্থ সাহায্য রহিয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় হয়তো ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে এটি হওয়া উচিত একান্তভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রদের উদ্যোগে। তাছাড়া, অবস্থাপন্নদের নিকট হইতে সাহায্য সংগ্রহ করিয়া দলে দলে গ্রামের দরিদ্রদের দারিদ্র্য লাঘবে কাজ করা প্রায় সকল দেশেই রেওয়াজ হিসাবে প্রচলিত। তাই বাংলাদেশের ছাত্ররা এ জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবস্থাপন্নরা তাহাদের সহযোগিতা করিবে না ইহা ভাবাই যায় না। আমরা এই পদক্ষেপ সমর্থন করি এবং আশা করি, এ জাতীয় কর্মসূচীতে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক সাড়া মিলিবে। এই হতদরিদ্র স্বাধীন দেশটির জন্য ইহা একান্ত অপরিহার্য।